WBMDFC

*WBMDFC* KNOWLEDGE SERIES XV

# গিরিশ চন্দ্র সেন
(১৮৩৫–১৯১০)

# Girish Chandra Sen

# বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের প্রথম অনুবাদক : গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০)

**লেখক**

মোসাম্মত রোজিনা খাতুন

**মুল্যায়ন ও প্রমাণীকৃত**

ডঃ সাফুরা রাজেক

Girish Chandra Sen

প্রকাশ কাল
মিলন উৎসব, জানুয়ারী, ২০২৫

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক দপ্তরের অধীনস্থ একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)



Printed at Saraswaty Press Limited

# মুখবন্ধ

সমাজ ইতিহাসের ধারায় দেখা গেছে কিছু কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-এর দ্বারা অনন্য হয়ে ওঠেন। সততা, মুক্ত চিন্তা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের ব্যক্তিত্ব নিজ প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ।

'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম' বিগত দিনের বাংলার কয়েকজন মনীষীর জীবন ও কর্মসাধনার বিবরণ একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র ও পুস্তিকার (WBMDFC-Knowledge Series) মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। এদের কর্মসাধনা ও জীবনব্রত পাঠে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই অনুপ্রাণিত হবে বলে আমাদের ধারণা। এই মহৎপ্রাণ মানুষদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে।

ড. পি. বি. সেলিম
চেয়ারম্যান
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

# ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং ত্যাগ দ্বারা হয়ে ওঠেন কালজয়ী। মুক্ত চিন্তা, ত্যাগ ও মানবজাতির সেবার মাধ্যমে তাদের কাজ চিন্তাভাবনা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এরূপ মনীষীগণের জীবন ও কর্মসাধনা এ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। WBMDFC- Knowledge Series বিভাগের প্রথম পর্যায়ে চারজন মনীষী হাজি মহম্মদ মহসিন, ডঃ হাসান সোহরাওয়ার্দী, তিতুমির ও ভগিনী নিবেদিতার কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

WBMDFC- Knowledge Series-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো কতিপয় মনীষী যেমন বেগম রোকেয়া, বেনীমাধব বড়ুয়া, স্যার আজিজুল হক, শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং লালন শাহ-এর কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের প্রথম অনুবাদক : গিরিশ চন্দ্র সেন সম্পর্কৃত এই পুস্তকটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপকৃত করবে।

শাকিল আহমেদ, আই.এ.এস
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

# ভূমিকা

গিরিশ চন্দ্র সেন ছিলেন একজন বাঙালি ধর্মবেত্তা, অনুবাদক, সুসাত্যিক, সাংবাদিক, নারী শিক্ষার অগ্রদূত ও বহুভাষীক। তিনি বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের সর্ব প্রথম সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন, এই মতবাদ প্রসঙ্গে নানা বিতর্ক থাকলেও তা নির্ভরযোগ্য তথ্য দ্বারা অনর্থক বলে প্রমানিত। ড.অমিত দে বলেন: "Girish Chandra was the first person to translate the entire Quran from original Arabic into Bengali".[1]। বাংলা ভাষায় কুরআনের সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে।[2] ভাই গিরিশ চন্দ্র লিখেছেন-"১৮৮১ সালের শেষ দিকে তিনি ময়মনসিংহে গিয়ে কুরআন শরীফ অনুবাদের কাজে হাত দেন এবং প্রতি মাসে ক্রমশঃ প্রকাশ করতে থাকেন", ছয় বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর সম্পূর্ণ কুরআন শরীফের" প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।[3] এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক তথ্য উত্থাপিত হলেও আল-কুরআনের প্রথম বঙ্গানুবাদক কে? তা নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিতর্কের অবসানের নিমিত্তে বক্ষমান প্রবন্ধের অবতারণা। এ বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হল:

## জীবনকাল ও শিক্ষা অর্জন

১৮৩৫ খৃ. ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেস্বরাদী পরগানায় পাঁচদোনা গ্রামে গিরিশচন্দ্র সেন জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯১০ খৃ. ঢাকা শহরে মৃত্যুবরণ করেন। তবে ড. মোহাম্মদ আলী খান তাঁর রচিত গ্রন্থে গিরিশ চন্দ্র সেনের জন্মসন ১৮৩৪ খ্রি./বৈশাখ ১২৪১ বঙ্গাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন।[4] এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন শ্রীসতী কুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন: নবাব আলিবর্দী খাঁর দেওয়ান দর্পনারায়ন রায়ের বংশে তাঁর জন্ম। পারস্য ভাষায়

সুলেখক বলে এই বংশের সুনাম ছিল। তাঁরা তিন ভাই ও দুই বোন ছিলেন।[5] পিতা মাধব রায় ও দাদা রামমোহন রায় ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।[6] তিনি প্রাথমিক ও ফার্সী শিক্ষা অর্জন করেন পিতা মাধব রায় ও মুন্সী কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট।[7] গিরিশচন্দ্র সেন যখন বারো বছর বয়সে উপনিত হলেন গুরুকুল তাঁকে শিবমন্ত্রে শিক্ষা দেন। কয়েকবছর পরে বড় দাদা তাঁকে ঢাকায় নিজের কাছে এনে ইংরেজী শিক্ষার জন্য পোগজ স্কুলে ভর্তি করেন, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রতি গিরিশ চন্দ্র সেনের অনিচ্ছা প্রকাশ পায়। ১৮ বা ১৯ বছর বয়সে তিনি ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে কিছুদিন নকল নবীশের কাজ করেছিলেন। অতঃপর তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ভগবান চন্দ্র বসুর নিকট সংস্কৃত শিক্ষার অধ্যায়ন শুরু করেন।[8] কিছুদিন পরে স্থানীয় নর্মাল স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত মহিলা বিদ্যালয় ও হার্ডিঞ্জ স্কুলে নিম্ন-শ্রেণির অন্যতম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন।[9] পরে স্বল্প সময়ের জন্য ময়মনসিংহ জেলা স্কুলেও শিক্ষকতা করে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম পর্যায়ে "ঢাকা প্রকাশ" পত্রিকায় তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ পেতে থাকে। ময়মনসিংহ থাকতেই তিনি সাংবাদিকতার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে তিনি যে সব পত্রিকায় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকা (১৮৮০), 'মহিলা' (শ্রাবন ১৩০২ বঙ্গাব্দে এটি প্রথম প্রকাশ পায়)। গিরিশচন্দ্র সেন মহিলা পত্রকাটি ১২ বছর সম্পাদনা করেন।[10]

## কলকাতায় ব্রাহ্মধর্মের দলে যোগদান, প্রচার ও ইসলামি সাহিত্যে আত্মনিয়োগ

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন জন্মসূত্রে ছিলেন হিন্দু ধর্মের অনুসারী। পরবর্তীকালে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র সেন ও

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে ১৮৭১ সালে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন[11] এবং প্রচার ব্রত গ্রহণ করে উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমন করেন। গুরু কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তিনি ইসলামি সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।[12] এরপর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় ১৩ নং মির্জাপুর স্ট্রীটস্থ "ভারতাশ্রমে" নিজেকে স্থির করেন এবং ১৮৭৪ সালে ব্রহ্মানন্দের দলে যোগ দিয়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে ব্রতী হন। তখন থেকে সেই আশ্রমই তাঁর সংসারে পরিনত হয়; সেখানে তিনি বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকারণ পড়াতেন আর তা থেকে উপার্যিত পারিশ্রমিক তিনি নিজে গ্রহণ না করে প্রচার কার্যে ব্যায় করতেন। এই আশ্রমের শ্রদ্ধেয় মহাত্মাগণ যেমন- উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, কান্তিচন্দ্র মিত্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ স্বপরিবারে বাস করতেন এবং সেই সাথে তাঁরা মিলিত ভাবে অধ্যায়ন, পুস্তক রচনা, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা, শিক্ষকতা, দেশবিদেশে প্রচার, ব্রহ্মমন্দির ও আশ্রমের কাজ সম্পাদন করতেন, গিরিশচন্দ্রও এই সমস্ত কাজের দায়িত্ব পেলেন।[13]

## আরবি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে ইসালামি সাহিত্য চর্চার প্রচেষ্টা

ইতিপূর্বেই তিনি ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। উক্ত কাজের মাঝে গিরিশচন্দ্র সেন উপলপব্ধি করেন যে, পূর্বে আরবি ও ফার্সী ভাষায় তিনি যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তা অনেকটাই লোপ পেয়েছে তাই তিনি ১৮৭৬ সালে ৪২ বছর বয়সে আরবি শিক্ষার জন্য লখনৌ যান। লখনৌ শহরে গিরিশচন্দ্র সেন তাঁর ব্রাহ্মবন্ধু শিবকৃষ্ণ চক্রবর্তীর বাড়ীতে থাকতেন।[14] লখনৌতে ব্রাহ্ম সমাজের আনুকূল্যে এবং সহযোগিতায় জ্ঞানবৃদ্ধ মৌলবি এহসান আলী সাহেবের কাছে আরবি ব্যাকরণ ও দেওয়ান-ই হাফিজের পাঠ গ্রহণ করেন। সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে

একজন মৌলবীর কাছে এ বিষয়ে আরো কিছু শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর ঢাকায় নলগোলায় মৌলবি আলিমুদ্দিন সাহেবের কাছে আরবের ইতিহাস ও সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেন।[15] আল-কুরআনের বাংলা অনুবাদ করার জন্যই হয়ত তিনি আরবী শেখার প্রতি এত জোর দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও অন্যান্য ভাষার তুলনায় আরবি ভাষায় ততটা বুৎপত্তি ছিলনা। আরবি ভাষা চর্চা চলতে থাকাকালে একদিন দোকানে গিয়ে মুসলমান প্রধান ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআন শরীফ কিনতে গেলে অমুসলিম বলে বিক্রেতা তাঁর কাছে বিক্রি করেনি। অবশেষে ১৮৭৮ খ্রি. গিরিশ চন্দ্র সেনের এক সম বিশ্বাসী বন্ধু ছিলেন মিয়া জালালুদ্দীন।[16] এই জালালুদ্দীনকে সম বিশ্বাসী বলা হল এই কারণে যে, তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিল। শেষের দিকে তিনি ধর্মপ্রান মুসলমানদের ভয়ে ঢাকা শহর ছেড়ে জলপাইগুড়ি পালিয়ে যান।[17] এই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়েই তিনি একখানা কুরআন মাজীদ ক্রয় করে তাফসীর (ব্যখ্যা) ও তরজমার (অনুবাদ) সাহায্যে পড়তে শুরু করেন। বন্ধু জালাল মিয়ার মাধ্যমে কুরআন মাজীদ ক্রয়ের তাৎপর্য এই যে, মুসলমান বইবিক্রেতারা গিরিশ বাবুকে কুরআন মাজীদ স্পর্শ করতে দেবেন না; আর মধু মিয়া যে ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন তা সমাজে তখনও প্রকাশ পায়নি। আর এইভাবেই গিরিশ চন্দ্র সেন কুরআন অনুধাবন করতে সচেষ্ট হন, যার ফল স্বরূপ তিনি বাংলায় আল-কুরআনের অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[18]

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে চারটি প্রধান ধর্ম হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলিম সমন্বয়ের আলোকে অধ্যায়নের জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন যে চার জনকে নির্বাচিত করেছিলেন গিরিশ চন্দ্র সেন ছিলেন তাদের অন্যতম।[19] ইসলাম ধর্মের দায়িত্ব তাঁর হাতে ন্যাস্ত করা হয়। অতঃপর তিনি আল-কুরআনের বঙ্গানুবাদের কাজে হাত দেন। আল-কুরআনের মূল ভাষা আরবির উপর তাঁর ভরপুর

দখল না থাকায় অনুবাদ ও টিকা-টিপ্পনী লেখার ক্ষেত্রে মোল্লা কামাল উদ্দীন ওয়ায়েজ কাশেফীর তাফসীরে হোসাইনী; শাহ আব্দুল কাদের ও শাহ রাফীউদ্দীন কর্তৃক অনূদিত কুরআনের সাহায্য নিয়েছিলেন।[20] এছাড়াও তিনি আল-কুরআনের অন্যান্য উর্দু-ফার্সী অনুবাদ থেকেও সাহায্য নিয়েছিলেন।

## সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ অনুবাদ

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ২৪ জানুয়ারী গিরিশ চন্দ্র সেন সর্ব প্রথম "প্রবাচনাবলী" নামে ধর্মাপাদেশ সম্বলিত কুরআনের একটি বঙ্গানুবাদ সংকলন বের করেন।[21] অতঃপর ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ই ডিসেম্বর হতে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় চার বছর সময়ে খণ্ডাকারে কুরআনের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করতে সক্ষম হন।

প্রথম খণ্ডটি শ্রীতারিণি চরন বিশ্বাস কর্তৃক শহর শেরপুর চারু যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ১২ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় এবং উক্ত তারিখেই এটি রেজিসট্রার অব পাব্লিকেশন্সে জমা দেওয়া হয়।[22] অনুবাদিত গ্রন্থের আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

> "কোরান শরিফ/ প্রথম খণ্ড/ মূল কোরান শরিফ হতে অনুবাদিত/ "তফসিরে হোসেনী ও শাহ আব্দুল কাদেরের "তফসির" অবলম্বন করিয়া টিকা লিখিত। "পরমেশ্বর ব্যতিত উপাস্য নাই, মহম্মাদ তাঁর প্রেরিত ও ভৃত্য"।/ সহর সেরপুর/ চারুযন্ত্রে শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত।/১২৮৮/প্রতি খণ্ডের মূল্য।/অগ্রিম ১২ খণ্ডের মুল্য ২ টাকা"।[23]

তবে দ্বিতীয় খণ্ড থেকে আল-কুরআনের শেষ পর্যন্ত অনুবাদটি শ্রীরাম সর্বস্ব ভট্টাচার্যের বিধান যন্ত্র থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।[24] ১৮৮১ থেকে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খণ্ডাকারে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অনুবাদ ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এতে সূরা

‘ফাতিহা’ থেকে সূরা ‘তাওবা পর্যন্ত মোট ৯টি সূরা অন্তর্ভূক্ত হয়। অনুবাদটির দ্বাদশ খণ্ডের আখ্যাপত্রে “প্রথম ভাগ” কথাটি মুদ্রিত হওয়ায় বোঝা যায় যে অনুবাদক আল-কুরআনের সম্পূর্ণ অনুবাদের এক তৃতীয়াংশকে “প্রথম ভাগ” হিসেবে আখ্যায়িত করতে চেয়েছিলেন। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৪। ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত উক্ত অনুবাদের “২য় ভাগ” প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৫-৭৬০। ২য় ভাগ প্রথম খণ্ড; ২য় ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড, এভাবে মোট ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এতে “সূরা ইউনুস” থেকে “সূরা আনাল” পর্যন্ত মোট ১৮ টি সূরা স্থান পায়। তৃতীয় ভাগের অনুবাদও স্বতন্ত্র খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়, এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬১-১২০১। তবে এর তৃতীয় খণ্ড থেকে দ্বাদশ খণ্ড প্রতি দু’খণ্ডে একত্রে প্রকাশিত হয় এবং এর সর্বশেষ খণ্ডটি অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ একত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে জুলাই।[25] এই খণ্ডে “সূরা ক্বসাস” থেকে “সূরা নাস” পর্যন্ত মোট ৮৭ টি সূরা স্থান পায়। প্রতিটি ভাগে ১২ খণ্ড হিসেবে সম্পূর্ণ খণ্ডের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬ টি। প্রথম ভাগের অনুবাদের খণ্ড গুলিতে তাঁর অনুপস্থিত জনিত কারণে মুদ্রণে কিছুটা ভুল-ভ্রান্তি থেকে যায়। অবশ্য পরবর্তী অনুবাদের খণ্ড গুলি প্রকাশের সময় তিনি এই ভ্রান্তি গুলির সংশোধন পত্র ছাপিয়ে গ্রাহকদের নিকট বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। তাঁর অনুবাদের নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন ৫৫৫ জন।[26] যার মধ্যে মুসলমান গ্রাহক ছিলেন ১০৫ জন।[27] তাঁর অনুবাদ প্রকাশে ব্যায় হয়েছিল ২৫০০ টাকা। আর এই ব্যয়িত টাকার পুরোটায় তিনি গ্রাহকদের নিকট থেকে পেয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রতি ১২ খণ্ড ২.৫০ হিসেবে ৩৬ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য হয়ত সব টায় তিনি ৩৫০ জন গ্রাহক থেকেই তিনি পেয়েছিলেন।[28] প্রতিটি খণ্ড মুদ্রণের সাথে সাথে প্রায় ৫০০ কপি গ্রাহকদের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হতো। সব অনুবাদের মুদ্রণ শেষ হলে অবশিষ্ট ৫০০ বা ৭০০ কপি অনুবাদক কর্তৃক তিন খণ্ডে

বাঁধায় করে বিক্রয় হতে থাকে। অতঃপর এই সংস্করণ টি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[29] তাই গিরিশ চন্দ্র সেনের অনুবাদের সর্বশেষ মুদ্রণের মেয়াদের ব্যাপারে পাঠক সমাজে মতভেদের কোন অবকাশ নেই, কারণ অনুবাদের সর্ব শেষ খণ্ডটি ৩০ শে জুলাই ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর অনুবাদের ভুল অংশ গুলো অনুবাদক কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়। এই পূনর্মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলো যখন সংযোজন, সংকোচন ও বাঁধায় করণের কাজ চলছিল তখন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ শুরু হয়ে যায়।[30] অতঃপর তিন খণ্ড একত্রে বাঁধায় করে বিক্রয় করা হয়, যার মূল্য ছিল ৭.০০ টাকা।[31]

এই পর্যন্ত গিরিশ চন্দ্র সেনের অনুবাদের বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণের প্রায় ৩ বছর পর ১৮৮৯-১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার দেব যন্ত্র প্রেস থেকে সম্পূর্ণ কুরআনের তরজমা ও তাফসীর স্বয়ং অনুবাদক কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ধিতাকারে "দ্বিতীয় সংস্করণ" প্রকাশিত হয়।[32] এর ঠিক ১৩ বছর পর ১৯০৬-১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রায় দু'বছরের মধ্যে কলকাতার মঙ্গলগজ প্রেস থেকে "তৃতীয় সংস্করণটি" স্বয়ং অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এবারে মুদ্রক ছিলেন কে.পি.নাথ, গ্রন্থস্বত্ব স্বয়ং অনুবাদক। এ সংস্করণে তেমন কোন সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়নি।[33] অতঃপর সুদীর্ঘ ২৮ বছর পর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ২৪শে নভেম্বর এই অনুবাদের "চতুর্থ সংস্করণটি" এক নূতন আঙ্গিকে নববিধান পাবলিকেশন কমিটির উদ্যোগে সীতানাথ চ্যাটার্জী কর্তৃক প্রকাশিত হয়, ৯৫ নং কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কারণ গিরিশচন্দ্র সেন তখন এর সমস্ত স্বত্ব ও বিক্রয়লব্ধ মূল্য নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। এই সংস্করণে "কোরান শরীফ" বানানের পরিবর্তে "কোরআন শরীফ" বানান ব্যবহৃত হয়, কয়েক স্থানে আয়াত ও রুকুর নম্বর সংশোধন করা হয় এবং মুখবন্ধে সংযোজিত হয় মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব

ও যশোর জেলার কাকীপুর নিবাসী জনাব মৌলভী আফতাবুদ্দীন প্রমুখ মণীষীর শ্রদ্ধা নিবেদন।[34]

গিরিশচন্দ্র সেনের অনুবাদের "চতুর্থ সংস্করণের" দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী পর ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ঝিনুক পুস্তিকার পক্ষ থেকে রুহুল আমিন নিজামী কর্তৃক বাংলাদেশের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর ঠিক দু'বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার হরফ প্রকাশনীর পক্ষ থেকে আব্দুল আযীয আল আমান কর্তৃক সংশোধিতাকারে তৃতীয় সংস্করণের একটি পূনঃমুদ্রণ প্রকাশিত হয়। এতে অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনী, আল-কুরআনের আহ্বান' এবং সূরা ও আয়াতানুসারে একটি নির্ঘন্টও সংযোজিত হয়। অতঃপর কলকাতার হরফ প্রকাশনীর পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত আরও তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। যার শেষ সংস্করণটি ২০১১ সালে "শতবার্ষিকী সংস্করণ" নামে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন,[35] আল- কুরআনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব,[36] শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত "মৌলবী ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন" এর জীবনী,[37] আল-কুরআনের আহ্বান,[38] সূরা ও আয়াতানুসারে একটি নির্ঘন্ট ইত্যাদি বিষয় সংযোজিত করা হয়।[39]

গিরিশচন্দ্র সেনের অনূদিত "কোরআন শরিফের" ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল হলেও বহু জায়গায় ভাষার পান্ডিত্য ও সংস্কৃতের প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। এই সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগের ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর অনুবাদ হয়েছে নিরস। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যও হয়েছে। আসলে আরবী ভাষার গঠনশৈলি, বাকরীতি, ব্যাকরণ ও প্রকৃত বিভিন্ন আলঙ্কারিক ছন্দে পরিপূর্ণ। ফলে এর বাংলা অনুবাদ অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ একটি 'ক্বাফ' ও 'কাফ' বর্ণ নিয়েই আরব ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে যে বিরোধ হয়েছে, তাই বলে দেয় যে, পবিত্র কুরআনের অনুবাদ কতটা

কঠিন ও স্পর্শকাতর বিষয়। গিরিশচন্দ্র সেন গভীর নিষ্ঠা, শ্রধা ও অধ্যবসায়ের সাথে আল-কুরআনের ভাষা আরবি শিখেছেন এবং তার ফলস্বরূপ হল এই মহাগ্রন্থের সফল পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ। নিম্নে তাঁর অনূদিত "কোরআন শরীফ" হতে সূরা 'ইখলাসের' বাংলা অনুবাদটি নমুনা স্বরূপ তুলে ধরা হল :

**সূরা ইখলাস***

(মক্কাতে অবতীর্ণ)
দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়
৪ আয়াত, ১রুকু
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) তিনি একমাত্র ঈশ্বর।[40] ১। নিষ্কাম ঈশ্বর। ২। তিনি জাত নহেন ও জন্মদানও করেন নাই। ৩। এবং তাঁহার তুল্য কোন ব্যক্তি নাই। ৪। (র, ১, আ, ৪)।[41]

## অন্যান্য গ্রন্থ রচনায় গিরিশ চন্দ্র সেনের অবদান

বাংলা ভাষায় মুসলমান ধর্মশাস্ত্র সংকলনে গিরিশ চন্দ্র সেনের অবদান অনস্বীকার্য। আল- কুরআনের অনুবাদ ছাড়াও তাঁর আর এক অনবদ্য সৃষ্টি হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. এঁর জীবনী রচনা করা। সীরাত (হযরত মুহাম্মদ সা. এঁর জীবনী) রচনায়ও বাঙালিদের মধ্যে পথিকৃৎ হলেন ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন। এরই পাশাপাশি তিনি পথিকৃৎ হলেন হাদিসের অনুবাদক হিসেবে।[42] নবীদের জীবনী গ্রন্থ ও এই ধর্ম বিষয়ক আরো বহু গ্রন্থ সংকলন করেছেন এবং সেই সাথে নববিধান-বিষয়ক গ্রন্থাবলী রচনা কার্যেও তাঁর অমর কীর্তি রয়েছে। শ্রীসতী কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলীকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা- ১.মুসলমান ধর্ম বিষয়ক ও ২.নববিধান বিষয়ক

১. **মুসলমান ধর্ম বিষয়ক :** এর মধ্যে অন্যতম হল, সম্পূর্ণ সটীক "কোরআন শরীফ" (১৮৮১- ১৮৮৬ খৃ.), "প্রবচনাবলী" (আরবি হতে অনুবাদিত), "হাদিস বা মেসকাত্ মসাবিহ" (১৮৯২- ১৮৯৮ খৃ.), "মহাপুরুষ-চরিত" ১ম (১৮৮৫-৮৭ খৃ.) ও ২য় (১৮৮৫-৮৭), "চারিজন ধর্মনেতা" (১৯০৯), "মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত এলাম ধর্ম" (১৯০৬) ইত্যাদি।

২. **নববিধান বিষয়ক :** "শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী" (১৮৭৮), "ব্রহ্মময়ী চরিত" (১৮৬৯), "আত্ম জীবন" (১৩১৩), "তুতুল মোহদিন" (রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত মূল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ "ধর্মতত্ত্বে" ১৮২০-২১ শকে প্রকাশিত) ইত্যাদি।

গিরিশ চন্দ্র সেনের অনুবাদ ছিল আক্ষরিক পর্যায়ের। টীকা ভিত্তিক অনুবাদ হওয়ায় একে অর্থানুবাদও বলা যায়। তবে তাঁর অনুবাদে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটিরও সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়; যা অনুবাদক স্বয়ং অতি বিনয়ের সাথে তাঁর অনূদিত কোরআন শরীফের তৃতীয় খণ্ডের শেষে "অনুবাদকের বক্তব্যে" নিষ্ঠার সহিত ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> "একে আমার অল্প বিদ্যা ও নানা প্রকার অযোগ্যতা, তাহাতে অন্য কার্যের সাথে অনুবাদ, প্রুফ সংশোধন ও তাহা প্রচার এবং পত্রাদি লিখিয়া তাহার মূল্য সংগ্রহাদি করা সমুদয় কার্য একা আমাকে করিতে হইয়াছে, পাঠকগণ ক্ষমা করবেন। আমি প্রথমত : অনুবাদ করিয়া একবার পাঠ না করিয়াও মূল গ্রন্থের সাথে না মিলাইয়াই মুদ্রিত করিয়াছি। তাহাতে অসাবধানতাবশতঃ একটি আয়াত ও কতিপয় আয়াতাংশের পতন হইয়াছে এবং কোথাও অনুবাদ যথাযথ হয় নাই, তাহা কতক শুদ্ধি পত্রে সংশোধন করিয়া দেওয়া গেল।

এতদ্ভিন্ন সামান্য ভুল কিছু কিছু থাকতে পারে। বকর সূরার প্রথমাংশেই ভ্রম-প্রমাদ কিছু অধিক হইয়াছে। পরে সাবধান হওয়া গিয়াছে”।[43]

আল-কুরআনের অনুবাদ শেষ করে গিরিশ চন্দ্র সেন বলেছিলেন :

আজ কোরআনের সমাপ্ত দেখিয়া
আমার মনে যুগপৎ হর্ষ-বিষাদ
উপস্থিত। এই হর্ষ যে, এত কালের
পরিশ্রম স্বার্থক হইল। বিষাদ এই যে,
ইহার প্রথামাংশ শ্রী মদাচার্য্য
কেশবচন্দ্রের করকমলে অর্পণ
করিয়াছিলাম। তিনি তাহাতে
পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন এবং তাহার
সমাপ্তি প্রতিক্ষা করিতেছিলেন।
শেষাংশ আর তাঁহার চক্ষুর গোচর
করিতে পারিলাম না। ঈশ্বর তাঁহাকে
আমাদের চক্ষুর অগোচর করিলেন।
তিনি অনুবাদের এরূপ পক্ষপাতী
ছিলেন যে, তাহার নিন্দা কেহ করিলে
সহ্য করিতে পারিতেন না। আজ
অনুবাদ সমাপ্ত দেখিয়া তাঁহার কত না
আহ্লাদ হইত, এছাড়াও তাঁহার কত
আশীর্ব্বাদ লাভ করিত।[44]

তাঁর অনুবাদের প্রশংসা যেমন অনেকে করেছেন, আবার অনেকে; অত্যাধিক ভুল-ভ্রান্তির কারনে বিরূপ সমালোচনাও করেছেন। সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হল:

১। গিরিশচন্দ্র সেনের অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকলে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর অনুবাদের প্রশংসা করে অনেকেই

পত্র লিখেছিলেন। তৎকালীন জনৈক ছাত্র আহমাদুল্লাহ, আব্দুল আলা ও আব্দুল আজীজ প্রমুখ তাঁর এই অনুবাদ কে "উদার অনুপূর্বিক, প্রকৃত অনুবাদ"[52] বলে প্রশংসা করেছেন।

২। মাওলানা আলিমুদ্দিন তাঁর এই অনুবাদকে "শাহ আব্দুল কাদেরের উর্দূ অনুবাদ ও তাফসীর হোসেনীর অনুরূপ"[53] বলেছেন।

৩। বিশিষ্ট মাওলানা আবুল মোজাফ্ফর আব্দুল্লাহ বলেন: "এই অনুবাদ আমার বিবেচনায় অতি উত্তম ও শুদ্ধ রুপে টীকাসহ হইয়াছে"।.....কোরআন শরীফের অবিকল অনুবাদ অন্য কোন ভাষাতে এরূপ হয় নাই।[54]

৪। মৌলভী আফ্তাব উদ্দীন এই অনুবাদকে অতি উৎকৃষ্ট, প্রাঞ্জল ও একটি উপাদেয় পদার্থ[55] বলে মন্তব্য করেছেন।

৫। মাওলানা আকরাম খাঁও এ অনুবাদকে "জগতের অষ্টম আশ্চর্য" বলে মত ব্যক্ত করেন।[56] তিনি গিরিশচন্দ্র সেন সম্পর্কে আরও বলেন:

৬। কলকাতার হরফ প্রকাশনীর মালিক আব্দুল আযীয আল আমান বলেন: "এ ধরনের তাফসীর আমি ইতি পূর্বে পাঠ করিনি"।[57]

৭। বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগার বলেন:

"The translator has published in this number of letters from several Moulvis certifying to the correctness of this version and describing it as more faithful than any other translation of the Koran existing in any language"[58]

## আল- কুরআনের প্রথম বঙ্গানুবাদক নিয়ে বিতর্কের অবসান

বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের প্রথম অনুবাদক কে? এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে এই বিতর্ক করাটা খুব যৌক্তিক নয় বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করাই শ্রেয়। ফার্সী ও উর্দু ভাষায় আল-কুরআনের প্রথম অনুবাদ মুসলমানদের হাতে হলেও অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে তা হয়নি। ইংল্যান্ড, জার্মান, ল্যাটিন, রুশ, ইটালিয়ান, ডাচ ইত্যাদি ইংরেজি ভাষায় কুরআন শরীফ এর অনুবাদ অমুসলিমের হাতেই সম্পাদিত হয়েছে।[61] অনুরূপ বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে মুসলমান পণ্ডিত কর্তৃক আল-কুরআনের অংশবিশেষের অনুবাদ বা কাব্যানুবাদের উদাহরণ থাকলেও বাংলা গদ্যে পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদও একজন অমুসলিমের হাতেই সম্পন্ন হয়েছে। তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ভাই গিরিশচন্দ্র সেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কুরআন শরীফের অনুবাদ করে প্রথম পারার প্রকাশ করেন ১৮৮১ খ্রি.। অর্থাৎ আজ (২০২৪) থেকে (১৮৮১-২০২৪) ১৪৩ বছর আগে। কিন্তু এখনও এ নিয়ে কেউ কেউ বিতর্ক করছেন।

১. রংপুর নিবাসী আমীরুদ্দীন বসুনিয়া ১৮০৮/১৮০৯ খ্রি. আল-কুরআনের ৩০তম পারা অর্থাৎ আম্মাপারার বঙ্গানুবাদ করেন। এটি কাব্যে পুঁথি সাহিত্যে রচিত।[63] তবে তিনিই যে এই বঙ্গানুবাদের প্রথম তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কারণ তাঁরও আগে পবিত্র কুরআনের পরোক্ষ বঙ্গানুবাদ বা ভাবানুবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। আর এক্ষেত্রে অনুবাদক হলেন, মধ্য যুগের কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর (মৃ. ১৫১০)। তিনি কুরআনের প্রথম অনুবাদ করেন কাব্যের নাম "ইউসুফ জুলেখা"। তা হলো পবিত্র কুরআনের বিশেষ অংশ সূরা "ইউসুফ" এর বাংলা রোমান্টিক ধারায় ভাবানুবাদ সম্বলিত পরোক্ষ অনুবাদ। সেটি পবিত্র কুরআনের কোনো অংশের

প্রত্যক্ষ বা সরাসরি অনুবাদ মোটেও নয়। বরং পুরোটাই সূরা "ইউসুফের" পরোক্ষ ভাবানুবাদ সহ কাব্যানুবাদ।[64] আরও একজন অনুবাদক হলেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রতিভাবান কবি সৈয়েদ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮ খ্রি.)রচিত "ওফাতে রাসূল" কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে বাঙালিদের মাতৃভাষা বাংলায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ চর্চা তথা কুরআনী সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব।[65] এছাড়াও আল-কুরআনের আংশিক অনুবাদ করেন বাংলাভাষী খ্রিস্টান পাদ্রী তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রথম ১২ পারা অনুবাদ করেন ১৮৭৩ খ্রি.। আর ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী রেজেন্দ্রনাথ মিত্রের অনুবাদ গদ্যে করা হয় এবং আল-কুরআনের প্রত্যক্ষ গদ্য অনুবাদের এটিই প্রথম উদাহরণ।[66]

২. গিরিশচন্দ্র সেন বাংলা, ফার্সী, সংস্কৃত ও উর্দু ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। অতঃপর ইসলাম ধর্মের মহাগ্রন্থ অনুধাবন করার জন্য ৪২ বছর বয়সেও লখনৌ গিয়ে একবছর শুধু আরবি ব্যাকরণ ও ভাষা শিখেছেন। এর পরও তিনি আরবি ভাষা শিক্ষা অব্যহত রেখেছিলেন কলকাতা ও ঢাকায় থাকাকালীন। তিনি আন্তরিকভাবে আল-কুরআনের অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনূদিত কুরআন শরীফের নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন ৫৫৫ জন যার মধ্যে মুসলমান ছিলেন মাত্র ১০৫ জন।[69] তাই কুরআন শরীফ বিক্রয়লব্ধ অর্থ সম্পর্কীত অপপ্রচার অগ্রহণযোগ্য।

৩. অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক অমলেন্দু দে, অধ্যাপক অমিত দে, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, বিশিষ্ট গবেষক মোফাখখার হুসেইন খান, লেখক গবেষক ড. মোহাম্মদ হাননান, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী খানসহ বিশিষ্টজনেরা গবেষণা করে প্রমাণ পেয়েছেন যে, ভাই গিরিশচন্দ্র সেনই বাংলা গদ্যে পবিত্র কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদক। অন্যদিকে

মাওলানা নঈমুদ্দীন আল-কুরআনের ১ম হতে ১০তম পারা পর্যন্ত অনুবাদ করে ইন্তেকাল করেন।

দু'জন নিষ্ঠবান গবেষকের[70] গবেষণা দ্বারা এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রারম্ভে "উনিশ শতকের ঠিক প্রথম দশকে" ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র কুরআনের প্রত্যক্ষ বা সরাসরি বঙ্গানুবাদ রচনায় বাংলাদেশের রংপুর জেলার মুকুটপুর নিবাসী আমীর উদ্দীন বসুনিয়া এগিয়ে এসেছিলেন"।[71]

আমীর উদ্দীন বসুনিয়া হলেন পবিত্র কুরআনের প্রত্যক্ষ বঙ্গানুবাদের অগ্রপথিক। কিন্তু তাঁর এই অনুবাদ পূর্ণাঙ্গ নয়; কেবল ত্রিশতম অংশ "আমপারা" এর মধ্যেই সীমিত। অনুরূপভাবে তাঁর উত্তরসূরী গোলাম আকবর আলীর কাব্যানুবাদও অসম্পূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে (১৮৮১-১৮৮৫ খ্রি.) আল-কুরআনের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার কৃতিত্ব ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ভাই গিরিশচন্দ্রের। তাঁর অনুবাদ সাহিত্যিক মূল্যায়নে প্রশংসার দাবি রাখলেও ত্রুটি- বিচ্যুতি থেকে মুক্ত নয়। অত্যাধিক ভূল-ভ্রান্তির ফলে তাঁর অনুবাদ পাঠকের নিরঙ্কুশ জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যার্থ হয়েছে। তবে সাহিত্যিক বিচারে এটি বাংলা ভাষায় কুরআনী সাহিত্যে একটি সংযোজন বটে। ইতিপূর্বে পবিত্র কুরআনের যতো অনুবাদ হয়েছে সেগুলো ছিল আংশিক ও কাব্যানুবাদ। আর এটি হলো বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ গদ্যানুবাদ।[72] এখানে একটা কথা নির্দিধায় বলা চলে যে, সর্বপ্রথম আল-কুরআনের (আংশিক) বঙ্গানুবাদ করার কৃতিত্ব যেমন আমীর উদ্দীন বসুনিয়ার, ঠিক তেমনি সর্বপ্রথম আল-কুরআনের (পূর্ণাঙ্গ) বঙ্গানুবাদ করার কৃতিত্ব গিরিশ চন্দ্র সেনের।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৮১-১৮৮৫ খ্রি. অর্থাৎ দীর্ঘ চার বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআনের বঙ্গানুবাদ রচনা করতে সক্ষম হন।

গিরিশচন্দ্র সেন কুরআন শরীফের প্রথম প্রকাশে অনুবাদকের নাম প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। তবে পরবর্তি প্রকাশে তিনি স্বীয় নাম প্রকাশ করেন অনেক মৌলবির অনুরোধে।

গিরিশচন্দ্র সেন শুধুমাত্র সম্পূর্ণ কুরআনের প্রথম বঙ্গানুবাদকই নন বরং পবিত্র কুরআনের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ টীকাভিত্তিক গদ্যানুবাদের পথিকৃৎও বলা হয় তাঁকে। যেহেতু ইতিপূর্বে আমীরুদ্দীন বসুনিয়াসহ গোলাম আকবর আলী অনূদিত যে কয়জন অনুবাদকের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি ছিল আংশিক ও কাব্যানুবাদ।

বাস্তবতা হল যে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত আল-কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন কেবলমাত্র আরব জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাঙালি জাতির মধ্যে কুরআন বোঝার আগ্রহ থাকলেও বাংলায় অনূদিত কুরআনের অভাবের ফলে তা তাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে যখন সম্পুর্ণ কুরআন গ্রন্থরূপে অনূদিত হয়ে তাদের হাতে পৌঁছায় তখন স্বাভাবিক ভাবেই অনুবাদের গভীরে না গিয়ে অনুবাদকের প্রশংসায় মুখরিত হয়ে ওঠে এক শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর অনুবাদের ভুল-ভ্রান্তি লক্ষ করে মুসলিম উলামা কর্তৃক পবিত্র কুরআনের নির্ভরযোগ্য অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকলে ধীরে ধীরে ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের অনুবাদের জনপ্রিয়তা লোপ পেয়ে যায়।

এতদসত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের আল-কুরআন অনুবাদে কিছু কিছু ভ্রম প্রমাদ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ কুরআনের অনুবাদক হিসেবে বাঙালি সমাজের পূর্ণাঙ্গ কুরআন অনুবাদ চর্চায় তিনিই হলেন পথিকৃৎ। তৎকালীন সময়ে পবিত্র কুরআন অনুবাদের প্রতিকুল পরিস্থিতিকে সুকৌশলে অতিক্রম করে উক্ত মহৎ কার্য সম্পন্ন করে কুরআনী সাহিত্যে মুসলিম সমাজের তিনি এক বিরাট

উপকার সাধন করে গেছেন। অতি নিষ্ঠাভরে যে দৃঢ় সংকল্প ও একাগ্রতার সহিত একনিষ্ঠ মনে তিনি বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ধারার যোগসূত্র স্থাপন করেছেন তা অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের সর্ব প্রথম সম্পূর্ণ গদ্যানুবাদ করে তিনি বাঙালি মুসলিম সমাজে পবিত্র কুরআন অনুবাদের পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তাই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এ অনুবাদ সাহিত্যিক মূল্যায়নে প্রশংসার দাবি রাখে। তাই ভাই গিরিশচন্দ্র সেন আজও সকলের মাঝে বিরাজমান।

---

1 Dr. Amit Dey, *Bengali translation of the Qur'an and the impact of Print Culture on Muslim Society in the nineteenth Century,* (University of Calcutta, 2012) P. 1302.

2 মোফাখখার হুসেন খান, *পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ,* (ঢাকা :বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ,১৯৯৭) পৃ.৩৫।

3 শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, *মৌলভী ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন,* গিরিশ চন্দ্র সেন কর্তৃক (অনুদিত) কোরআন শরীফ (কোলকাতা :হরফ প্রকাশনী, শতবার্ষিকী সংস্করণ জুন, ২০১১), পৃ.১৬

4 ড. মোহাম্মদ আলী খান, *পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* (ঢাকা : বাংলাদেশ, কাঁটাবন, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, নয়নজুলি প্রকাশক, ২য় সং, ২০২২), পৃ. ২৯

5 শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, *মৌলভী ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন,* ১৬।

6 ড.মুহাম্মদ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* (ঢাকা:বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, আগস্ট-১৯৮৬) পৃ.৩৬।

7 শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, *মৌলভী ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন,* পৃ.১৪। মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ.৩৬। ড. মহাম্মদ আবদুল অদুদ, *বাংলাভাষায় কুরআন চর্চা:উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* (ঢাকা:বাঙ্গালাদেশ, আল্ কুর'আন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী, জুলাই-২০০৯) পৃ.১২৫।

[8] শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, *মৌলভী ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন,* প্রাগুক্ত। মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ.৩৭; ড. মোহাম্মদ আলী খান, *পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* পৃ. ২৯

[9] ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ.৩৭। 'ই.এ.প': *'গিরিশ বাবুর বাংলায় কুরআন তরজমা'* : (১৯৭১ জুলাই-সেপ্টেম্বর) সাং:পৃ. ৬৭, আব্দুল কাদির কুরআন মাজিদের বাংলা অনুবাদ' : ('ই.এ.প.' ১৯৬১ এপ্রিল-জুন সাং ) পৃ.১১৭। হতে সংগৃহীত।

[10] ড. মোহাম্মদ আলী খান, *পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* পৃ. ২৯

[11] " শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, *মৌলভী ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন,* পৃ.১৫।

[12] বাংলা উইকিপিডিয়া, গিরিশ চন্দ্র সেন, www.bn.m.wikipedia.org তথ্য সংগ্রহের তাং ০২/১২/২০২০।

[13] শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, *মৌলভী ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন,* পৃ.১৫।

[14] ড. মোহাম্মদ আলী খান, *পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* পৃ. ৩১

[15] ফজলুর রহমান, "শতাব্দীর দর্পন", খৃ.২০০০, পৃ.৫৯ প্রকাশ বিহীন। ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ.৩৭। মুন্সী শেখ জমীরুদ্দীন : *গিরিশ বাবু* : 'ইসলাম প্রচারক' : (১৯০১ সাল, নভেম্বর-ডিসেম্বর সাং; ১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতায় প্রকাশিত গিরিশ বাবুর আত্মজীবনী দ্র.)।

[16] ড. মোহাম্মদ আলী খান, *ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের জীবন ও কর্ম,* (ঢাকা : বাংলাবাজার, বিশ্ব সাহিত্য ভবন ৩৮/৪, ২য় সং, ২০১৬), পৃ. ৪৭

[17] ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* ৭ নং পাদটীকা দ. পৃ.৩৮; অধ্যাপক মুহাম্মাদ ইদ্রিশ আলী এম.এ : "ইসলাম তত্ত্ব" (প্রবন্ধ): "মাহে নও" : ১৯৫৪, জুন সংখ্যা, পৃ.৪৬ হতে সংগৃহীত।

[18] মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* ৮ নং পাদটীকা দ. পৃ.৩৮; মাসিক মাহে নও ১৩৭৫ সালের মাঘ সংখ্যা : পৃ.৩৫-৩৬, হতে সংগৃহীত।

[19] শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, *মৌলভী ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন,* পৃ.১৬

20 গিরিশ চন্দ্র সেন কর্তৃক অনূদিত, *কুরআন শরীফ,* (কলকাতা হরফ প্রকাশনী, ১৯৮৯) (ভূমিকা দ্রষ্টব্য), পৃ.৯

21 হুসেন খান, *পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস,* পৃ.৪২

22 ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, *বাংলাভাষায় কুরআন চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* আল্ কুর'আন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী, (ঢাকা, বাংলাদেশ:জুলাই ২০০৯) পৃ.১২৬

23 হুসেন খান, *পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস,* পৃ.৩৫

24 প্রাগুক্ত, ।

25 ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান তাঁর *"বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা"* গ্রন্থের ৪১ নং পৃষ্ঠার আলোচনায় এটির প্রকাশনার তারিখ নির্ধারন করেছেন ১৮৮৬ সালে। এটি ঠিক নয়। অনুবাদটি ৩য় ভাগের একাদ্বশ ও দ্বাদশ খণ্ড ১৮৮৫ সালের ৩০ শে জুলাই রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্সে জমা দেওয়া হয়। এটিই ছিল সর্বশেষ মুদ্রণ। Bengal Library Catalogue, 1885, 3rd SupplementNo.4704-5, pp.44-45

আরো বিশদ জানতে দেখুন :আহমদ, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, পৃ.৩৮৩; ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান সাহেব প্রথম খণ্ড থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি খণ্ড নিখুঁত ভাবে পরিক্ষা করেছেন। শেষ খণ্ডটি ১৮৮৫ সালেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ সেটটি লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে (প্রাক্তন ব্রিটিশ মিউজিয়াম) সংরক্ষিত আছে। মোফাখখার হুসেন খান, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১ (তথ্য নির্দেশ ও টিকা এর ১ সংখ্যক দ্রষ্টব্য) হতে সংগৃহীত।

26 হুসেন খান, *পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস,* পৃ.৩৭; আবদুল অদুদ, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, পৃ.১২৭

27 হুসেন খান, *পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস,* পৃ. ৫০

28 প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭

29 প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯

30 প্রাগুক্ত, (তথ্য নির্দেশ ও টিকা এর ৯ সংখ্যক দ্রষ্টব্য ) পৃ.৫১

31 ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ.৪২

32 গিরিশ চন্দ্র সেন কর্তৃক অনূদিত, *"কোরআন শরীফ"* (কলকাতা:১৯৩৬), গ্রন্থস্বত্ব পৃষ্ঠা দ.; ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ.৪২। হুসেন খান, *পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস,* পৃ.৩৯।

33 শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, *মৌলভী ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন,* পৃ.১৪; ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ.৪২

34 মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ.৪২-৪৩

35 গিরিশ চন্দ্র সেন কর্তৃক (অনুদিত) *কোরআন শরীফ* (কোলকাতা :হরফ প্রকাশনী, শতবার্ষিকী সং জুন, ২০১১), পৃ.১০

36 প্রাগুক্ত, পৃ.১১

37 প্রাগুক্ত, পৃ.১৩

38 প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

39 প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭

40 এখানে একটি টিকা সংযোজিত হয়েছে।

41 গিরিশ চন্দ্র সেন কর্তৃক (অনুদিত) *কোরআন শরীফ,* পৃ.৬৩৪

42 ড. মোহাম্মদ আলী খান, *ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৪৭, ৪৯

43 প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯, তৃতীয় খণ্ডের শেষে 'অনুবাদকের বক্তব্য' দ.

44 বাংলা উইকিপিডিয়া, গিরিশ চন্দ্র সেন, www.bn.m.wikipedia.org তথ্য সংগ্রহের তাং ০৪/১২/২০২০

45 গিরিশ চন্দ্র সেন কর্তৃক (অনুদিত) *কোরআন শরীফ* (কোলকাতা :হরফ প্রকাশনী, শতবার্ষিকী সং জুন, ২০১১), পৃ.৬৩৪

46 প্রাগুক্ত।

47 প্রাগুক্ত, পৃ.৬১৭

48 হযরত শায়খুল মাওলানা মাহমুদুল হাসান রা., *তাফসীর-মায়ারিফুল কুরআন (মূল),* (মাকতাবা মুসতাফাইয়াহ, দেওবন্দ) খণ্ড ৮, ৮৪২

49 মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রা. *তাফসীর বায়ানুল কুরআন (মূল),* (তাজ পাবলিশার্স, দিল্লী), খণ্ড ১২, পৃ. ১২৮

50 হুসেন খান, *পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস,* পৃ.৫০

51 শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, *মৌলভী ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন,* পৃ. ১৭

52 গিরিশ চন্দ্র সেন কর্তৃক (অনুদিত) *কোরআন শরীফ* (কোলকাতা :হরফ প্রকাশনী, শতবার্ষিকী সং জুন, ২০১১), শেষে মুদ্রিত অভিনন্দনপত্র দ., পৃ.৬৩৭

53 প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩৮

54 প্রাগুক্ত।

55 প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩৯

56 ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ.৫৬

57 গিরিশ চন্দ্র সেন কর্তৃক (অনুদিত) কোরআন শরীফ (কোলকাতা :হরফ প্রকাশনী, শতবার্ষিকী সং জুন, ২০১১), প্রকাশকের নিবেদন দ্রষ্টব্য।

58 ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ.৫৩

59 হুসেন খান, *পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস,* পৃ.৪৬

60 ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ.৫৪

61 ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, *বাংলা ভাষায় কুর'আন চর্চা:উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* পৃ. ১১৬

62 ইসলাম প্রচারক, কার্তিক ১২৯২ (বঙ্গানুবাদিত কুরআন শরীফ: মৌলবী নঈমুদ্দীন আহমাদ)

63 ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, *বাংলা ভাষায় কুর'আন চর্চা:উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* পৃ. ১১৬

64 প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

65 প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

66 ড. মোহাম্মদ আলী খান, *পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* পৃ. ৬০

67 ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, *বাংলা ভাষায় কুর'আন চর্চা:উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* পৃ. ১৩৪

68 আলী আহমাদ, *বাংলা ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ,* পৃ. ৪৬৫; মোফাখ্খার হুসেইন খান, *পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ,* পৃ. ৬০; ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ. ৭৩,৭৪

69 মোফাখ্খার হুসেইন খান, *বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ,* পৃ. ৩৭; ড.মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, *বাংলাভাষায় কুরআন চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* পৃ. ১২৭

70 উক্ত প্রখ্যাত গবেষকদ্বয় হলেন : ১. রাজশাহী বিশ্ব বিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, তাঁর

গবেষণাপত্র ‘বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা’। তিনি ১৯৮১ সালে পি.এইচ. ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। আর দ্বিতীয়ক্ত ব্যক্তি হলেন, ২. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল অদুদ, তাঁর গবেষণা পত্র ‘বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ’। ২০০৩ সালে তিনি পি.এইচ.ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত হন।

71 ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ.১২; ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, *বাংলা ভাষায় কুর’আন চর্চা:উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* পৃ. ১১৬

72 ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, *বাংলা ভাষায় কুর’আন চর্চা:উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* পৃ. ১৩০-১৩২

73 ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), ১ম সংস্করণ, পৃ.৪৬

74 প্রাগুক্ত, পৃ. ৪, ৯

75 ড. মোহাম্মদ আলী খান, *ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের জীবন ও কর্ম,* পৃ. ৬১

HELPLINE

**1800 120 2130**

VISIT US AT

**http://www.wbmdfc.org/**

**WEST BENGAL MINORITIES' DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION**

(A statutory corporation of Govt. of West Bengal)

'Amber', DD-27/E, Salt Lake, Sector-1, Kolkata-700064